লিপি

শিলিগুড়ি, শুক্রবার, ৩১ আগস্ট ২০১৮
Siliguri· Friday· August 31, 2018
Arthik Lipi, Page 7

৭ | বাংলার মুখ

সম্পত্তি লিখে না দেওয়ায় বাড়িতে ‘প্রবেশ নিষেধ’ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বিষয়সম্পত্তি ও বাড়ি তাদের নামে লিখে দিতে অস্বীকার করায় বৃদ্ধা বাবা ও মাকে বাড়ি থেকে মারধরে করে তাড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল ছেলে ও বৌমার বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, বাড়িতে এলেও তারা ওই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। উল্টে তাঁদের তাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফের বাড়িতে এলে এবার প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেয় ছেলে ও বৌমা। তাই অসহায়ের মতো ৮০ বছরের বাবা আর ৭০ বছরের মা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তবে আপাতত তাঁদের মেয়ের বাড়িতে রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। প্রায় ২ বছর ধরে ছেলে ও বৌমায়ের এই কীর্তিকলাপে পাশে কাউকে না পেয়ে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা আরামবাগের এসডিও-র দ্বারস্থ হন। তাঁরা ছেলে ও বৌমায়ের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনা হুগলির খানাকুলের নাঙ্গুলপাড়া এলাকার সাতপৈঠা গ্রামের। বৃদ্ধা সেখ মতিয়ার রহমান ও তাঁর স্ত্রীর ওপর এই অত্যাচার করেছে তাঁদেরই বড় ছেলে জহর আলম ও তার ছেলে স্ত্রী হামিদা বেগম।

অভিযোগ, এইভাবে গত প্রায় দেড় বছর ধরে তাঁরা তাঁদের নিজের বাড়িতে ঢুকতেই পারছেন না। তাই সুবিচারের আশায় আরামবাগের এসডিও-র কাছে লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করেছেন। যদিও অভিযুক্ত ছেলে জহর আলমকে পাওয়া না যাওয়ায় তার স্ত্রী হামিদা বেগমকে এবিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঘটনার কথা পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন।

প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর এ্যাকাউন্ট থেকে ৫ লক্ষ টাকা প্রতারণা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়া ঃ এটিএম জালিয়াতিতে যখন সারা দেশ তোলপাড় ঠিক তখনই চেক জালিয়াতি করে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা তুলে নিল প্রতারক। অবসর গ্রহণের পর সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ খোয়া গেল এক প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে পুলিশ প্রশাসনের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ওই ব্যক্তি। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত কেওটা ঝাঁপপুকুরে। ওই এলাকার বাসিন্দা প্রাক্তন পুলিশ কনস্টেবল গোপাল দাস (৭৮) এর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউন্ট রয়েছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের স্থানীয় লাটবাগান শাখায়। তাঁর ছেলে তুষারের সাথে জয়েন্ট এ্যাকাউন্ট। যদিও এ্যাকাউন্টটি পরিচালনা করেন গোপালবাবুই। গত ২১ জুলাই তিনি ব্যাঙ্কে গিয়ে পাসবই আপডেট করে জানতে পারেন গত ১২ জুলাই ২৮০৯৯৭ নাম্বার চেক থেকে ৩ লক্ষ ৯৫ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১৭ জুলাই ১৮০৯৯৮ নাম্বার চেক থেকে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা তুলে নেওয়া হয়েছে। এরপর তিনি ব্যাঙ্ক ও চুঁচুড়া থানায় অভিযোগ দায়ের করলেও কোন সুরাহা হয়নি। তিনি সহযোগিতার জন্য চুঁচুড়ার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারস্থ হন।

এক রাতে দ্বিতীয়বার চুরির চেষ্টা, ধৃত চোর

নিজস্ব সংবাদদাতা, বৈদ্যবাটী ঃ চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেল চোর। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির বৈদ্যবাটী এন সি ব্যানার্জী রোডে। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, বেশ কয়েকবার চুরি হয়েছে আমাদের এখানে। পুলিশকে জানিয়ে লাভ হয়নি। তাই আমরা রাতে সজাগ থাকতাম। বুধবার রাতে কর্মস্থল থেকে বাড়ি ফিরতে পারেননি এস সি ব্যানার্জী রোডের বাসিন্দা ইরা সেনগুপ্ত। সেই সুযোগ নিয়ে ১২টা নাগাদ চোর চুরি করতে আসে। পাশেই প্রতিবেশি প্রবাল ঘোষ বিকট আওয়াজ শুনতে পান। তিনি চিৎকার শুরু করতেই বেরিয়ে পড়েন প্রতিবেশিরা। চোর তা বুঝতে পেরে তখনকার মতো পালিয়ে যায়। আবার গভীর রাতে চুরি করতে ঢোকে চোর। আবার আওয়াজ পান প্রবালবাবু। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন শেওড়াফুলি ফাঁড়িতে। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে হাতেনাতে চোরকে ধরে ফেলে। নিয়ে যাওয়া হয় শেওড়াফুলি ফাঁড়িতে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার মানুষ।

খানাকুলে বিদ্যুৎগ্রাহক মেলা

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ বিদ্যুৎ-এর গ্রাহকদের সমস্যা, অভিযোগসহ বিভিন্ন পরিষেবা সংক্রান্ত বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্য নিয়ে হুগলির খানাকুলের রাজহাটী ইলেকট্রিক অফিসের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার খানাকুলের সাবলসিংহপুর গ্রামের নুহুর মোড় এলাকায় একটি পরিষেবা মেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলাতে বিদ্যুৎ-এর মাসিক বিল ও বকেয়া বিল সংগ্রহ, নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ নেওয়ার ফর্ম প্রদান ছাড়াও গ্রাহকদের বিদ্যুৎ পরিষবা ও সমস্যা সংক্রান্ত নানারকম সমস্যার সমাধান করা হয়। এদিনের শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রাজহাটী ইলেকট্রিক অফিসের স্টেশন ম্যানেজার প্রশান্ত বসাক, এস এ ই রাজীব পালসহঅফিসের বিভিন্ন কর্মীরা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা। এদিন এই শিবিরে এলাকার প্রায় ১২৮জন বিদ্যুৎ গ্রাহক তাঁদের বকেয়া বিল জমা দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

বিডিও ও সভাপতিকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলির গোঘাট ১নং সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মৃণালকান্তি আলুকে বিদায় সম্বর্ধনা দিল স্থানীয় কন্ট্রাক্টর এ্যাসোসিয়েশন। বৃহস্পতিবার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিডিও অসিতবরণ ঘোষ, বিদায়ী সভাপতি মৃণালকান্তি আলু ছাড়াও গোঘাট ১নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, তৃণমূল নেতা প্রদীপ রায়, নারায়ণ পাঁজা, জাহাঙ্গীর বাদশা, জয়েন্ট বিডিও প্রবীর কুমার দত্ত, পঞ্চায়েত সমিতির বিদায়ী সদস্য এবং বিডিও অফিসের কর্মীবৃন্দ। উল্লেখ্য, বিডিও অসিতবরণ ঘোষ তিন বছর এই পদে ছিলেন। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। সবাইকে নিয়ে কাজ করার মানসিকতা ছিল বলে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ জানান। বিদায়ী সভাপতি মৃণালকান্তি আলু বলেন, মানুষকে পাশে নিয়ে মানুষের সহযোগিতায় পাঁচবছর গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছি। আর কিছুদিন থাকতে পারলে ভাবাদিঘির মতো জাতীয় স্বার্থে জড়িত রেলপ্রকল্প বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হত। ভাবাদিঘির আন্দোলনকারী মানুষের কাছে বহুবার সাহায্যের বার্তা নিয়ে পৌঁছেছি। প্রয়োজন হলে আবার আসব। সবরকম সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেব।

কন্ট্রাক্টর এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যারা বলেন, বিডিও সভাপতি দুজনেই ছিলেন কাজ করার উপযুক্ত লোক। তাই আমরা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করার সুযোগ পেয়েছি। এদিন ওই এ্যাসোয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁদের হাতে ফুলের তোড়া, মিষ্টির প্যাকেট ও কিছু উপহার তুলে দেওয়া হয়।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ হুগলির তারকেশ্বর ধনেখালি ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের নিয়ে এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হল তারকেশ্বর ভগৎ সিং মঞ্চে। তারকেশ্বর ও ধনেখালি ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠী ১৬০জন মহিলাদের নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন হয়। সরকারি আধিকারিকরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিভাবে গোষ্ঠীর মহিলারা ব্যাঙ্ক থেকে লোন নিয়ে নিজেরা স্বনির্ভর লোন পাওয়ার পদ্ধতি এবং তা সঠিক সময়ে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। কাজ করার ক্ষেত্রে কী কী সমস্যা হতে পারে এবং সেই সমস্যা কিভাবে সমাধান করলে মহিলারা নিজেরা স্বনির্ভর হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডিস্ট্রিক রুরাল ডেভলপমেন্ট অফিসার দেবাশিস বৈদ্য, তারকেশ্বরের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জয়গোপাল পালসহ বিশিষ্ট আধিকারিকবৃন্দ।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জানান, এই ধরনের প্রশিক্ষণের ফলে আমরা অনেক কিছু জানতে পারছি এবং কাজ করতে পারছি। এছাড়াও যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছি সেগুলো বিষয়ে বিস্তারিত সরাসরি জানার সুযোগ থাকছে আমাদের। এই ধরনের প্রশিক্ষণ শিবির আরও বেশি হলে আমরা উপকৃত হব।

নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখতে উদ্যোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ হুগলির ডানকুনি পৌরসভা এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা সচল রাখতে বিশেষ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হল। দু'রকমের ব্যাগ এলাকার বাসিন্দা এবং বিভিন্ন বাজারে দেওয়া শুরু হয়েছে। এবিষয়ে ডানকুনি পৌরসভার কাউন্সিলর শম্ভু সাউ জানান, পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে নিকাশি জল পরিষ্কার হচ্ছে না। তার একমাত্র কারণ ব্যাগ। এই কারণেই এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বিষ খেয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুল ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বিষ খেয়ে আত্মঘাতী হলেন এক গৃহবধূ। ঘটনা হুগলির খানাকুলের সেনপুর গ্রামের। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম ঝর্ণা কোলে (৪৫)। তাঁর স্বামী বৈদ্যনাথ কোলে পেশায় ব্যবসায়ী। জানা গেছে, এদিন ভোরে সেনপুর গ্রামে শ্বশুরবাড়িতে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন ওই গৃহবধূ। পুলিশ ঘটনার কথা জানতে পেরে ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। গৃহবধূর বাপের বাড়ির দাবি, স্থানীয় একটি মহিলার সাথে স্বামীর অবৈধ সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অশান্তির জেরে আত্মহত্যা করেন ওই গৃহবধূ। তবে পুলিশ সমস্ত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখছে।

নম্বরের জন্য আরটিও-র কাছে অনুরোধ

টোটো চালিয়ে সংসারের হাল ধরলেন পদ্মাদেবী

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

বর্তমানে কোনও কাজেই মহিলারা পিছিয়ে নেই। এ ঘটনার বারে বারেই প্রমাণ মিলেছে। মহাকাশযাত্রা থেকে শুরু করে সেনাবাহিনীতে যোগ, চাকুরি থেকে কৃষিকাজ সবেতেই মহিলারা এখন পুরুষদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করে চলেছেন। এমনকি যে সমস্ত পেশা এতদিন সকলেই পুরুষদের জন্য ভেবে নিতেন সেই সব পেশাতেও মহিলাদেরকে সাবলীলভাবে কাজ করতে দেখা যাচ্ছে। যেমন এখন বিভিন্ন শহরে টোটোর চালকের আসনে মহিলারা কোনওরকম জড়তা ছাড়াই যাত্রী পরিবহন করে চলেছেন। হুগলির আরামবাগ শহরেতেও সেই দৃশ্য দেখা গেল। আরামবাগের প্রথম মহিলা টোটো চালক হিসাবে টোটো নিয়ে রাস্তায় বের হলেন আরামবাগ স্টেশনরোড পীরতলার বাসিন্দা পদ্মা মল্লিক। পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনি দেওয়া ইটের বাড়িতে এ্যাসবেস্টসের চাল। সেই বাড়িতে তিনি ছাড়াও থাকে ছোট ছেলে, ছোট বৌমা ও এক নাতি। বড় ছেলে আলাদা থাকে। ছোট ছেলে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ৮০ টাকা রোজে একটি অস্থায়ী কাজ করেন। সব মিলিয়ে মাসে তাঁর হাজার দুয়েক টাকা রোজগার। ওই রোজগারে বর্তমানে সংসার চালানো খুবই কঠিন। তাই দীর্ঘদিন ধরেই পদ্মদেবী আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে আয়ার কাজ করছিলেন। প্রতিদিন ৬০ টাকা পেতেন। কিন্তু মাসে ১০-১২দিনের বেশি কাজ পাওয়া যেত না। ফলে সেই টাকায় কিছুই হত না। তাই তিনি অন্যভাবে উপার্জন করার চিন্তা ভাবনা করেন। সৎপথে, সৎভাবে উপার্জনের রাস্তা হিসাবে তিনি টোটো চালানোকে বেছে নেন। কিন্তু টোটো কেনার মতো অর্থ তাঁর ছিল না। তাই তিনি ঠিক করেন একটি সেকেণ্ডহ্যান্ড টোটো কিনবেন। এর জন্য একটি বেসরকারি সংস্থা থেকে তিনি ৭২ হাজার টাকা লোন নেন। সেই টাকা দিয়ে তিনি ওই টোটো কেনেন।

সোমবার থেকে আরামবাগ শহরের বিভিন্ন রাস্তায় তিনি সেই টোটো নিয়ে বেরিয়ে পড়ছেন। বেশ ভালোই উপার্জন হচ্ছে। প্রতিদিন ৩০০-৩৫০ টাকা উপার্জন হচ্ছে বলে পদ্মাদেবী জানালেন। সব কিছু খরচ বাদ দিয়ে ধরলে দৈনিক ২০০ টাকা লাভ থাকছে। স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন তিনি। তবে পদ্মাদেবী একটা বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। কারণ এখনও টোটোর নম্বর হয়নি। আরামবাগের রাস্তায় চলার জন্য আর টি ও থেকে বিভিন্ন টোটোকে নম্বর দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি চান তাঁর এই লড়াইয়ের পাশে দাঁড়াক আর টি ও।

এব্যাপারে তিনি আরামবাগ পৌরপ্রধানের কাছে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এব্যাপারে যদি পৌরপ্রধান বা আর টি ও দপ্তর তাঁর টোটোর জন্য নম্বরের ব্যবস্থা করে দেন তাহলে আগামী দিনে তিনিও টোটো চালিয়ে নিজের সংসারের হাল ধরতে পারবেন। এবিষয়ে পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী বলেন, ওনার প্রতি আমরা সহানুভূতিশীল। তবে বিষয়টি প্রশাসনিক ব্যাপার। আর টি ও কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ওনার ব্যাপারটা ভাববেন।

কেরলের পাশে চন্দননগর স্পন্দন সংগীত বিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগর ঃ ‘কেরলের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য কিছু করা দরকার’— এই ভাবনার সার্থক রূপায়ণের জন্য চন্দননগর স্পন্দন সংগীত বিদ্যালয়ের শিল্পীবন্ধুরা সোস্যাল মিডিয়ায় আবেদন করেন ‘কোনও অর্থ দেবেন না, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দান করুন’। এরপরেই শুরু হয় ত্রাণ সংগ্রহ। জামা, কাপড়, মশারি, চাদর তোয়ালে ছাড়াও বিস্কুট, মুড়ি, চিঁড়ে, ছাতু, গুঁড়ো দুধ, ফিনাইল, গ্যামাকসিন, সাবান, রিলিফ ক্যাম্পের ডাক্তারদের পরামর্শে প্রচুর জীবনদায়ী ওষুধ, স্যানিটারি ন্যাপকিন ইত্যাদি দ্রব্য। মাত্র তিনদিনে সংগৃহীত সামগ্রী তাঁরা কলকাতার ‘কৈরালা সমাজম’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দপ্তরে পৌঁছে দেন। আবার তিনদিন বাদে কিছু মানুষের দেওয়া অর্থে স্পন্দনের বন্ধুরা বেশকিছু নতুন জামা কাপড় ও কিছু শিক্ষাদ্রব্য পেন, পেনসিল, রবার, খাতা, জ্যামিতিবক্স ইত্যাদি ওই একই সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেন। ওইদিন তাঁরা বেশ কিছু পোযাক ও শিক্ষাসামগ্রী পৌঁছে দেন প্রেসিডেন্সি কলেজের এস এফ আই সংগঠনের ছাত্রবন্ধুদের কাছে।

চন্দননগর শহরে স্পন্দনের বন্ধুরা দাবি করেন, শুধু গানবাজনা, নাটক নয়, যে কোনও বড় কাজে তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে পারবেন। একাজে তাঁরা ভীষণ তৃপ্ত। সংস্থার সুভবিষ্যত কামনা করে অভিনন্দন জানাই।

রোগীমৃত্যুতে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ হুগলির চন্দননগরের একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাল মৃতার পরিবার। পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, হুগলির ভদ্রেশ্বর তেলেনিপাড়া বারোয়ারীতলার বাসিন্দা রুণা ব্যানার্জী বুধবার সন্ধ্যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে চন্দননগরের ইউনাইটেড নার্সিংহোমে ভর্তি হন। সারারাত নার্সিংহোমে থাকার পর রোগীর পরিবারকে বৃহস্পতিবার সকালে জানানো হয় রুণা ব্যানার্জীর স্ত্রীরোগজনিত কিছু সমস্যা রয়েছে। তাঁর জন্য রক্তের প্রয়োজন। রোগীর পরিবারের পক্ষ থেকে সমর পুরোকায়েত সহ অন্যান্যদের অভিযোগ ডাঃ শান্তনু মুখার্জীর অধীনে রোগীকে ভর্তি করা হয়। ওই চিকিৎসক জানতেন যে রোগীর রক্তের প্রয়োজন তা সত্ত্বেও তাঁদের রক্তের ব্যবস্থা করতে বলা হয়নি, রোগীর শারীরিক অবস্থা কেমন ছিল তাও তাঁরা জানাননি। বৃহস্পতিবার সকালে ওই নার্সিংহোমেই রুণাদেবীর মৃত্যু হয়। এরপরই রোগীর পরিবার ও প্রতিবেশিরা ওই চিকিৎসকের শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। পরে চন্দননগর থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। এবিষয়ে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

পাণ্ডুয়ায় দুই টোটো ইউনিয়নের দ্বন্দ্ব, বন্ধ টোটো চলাচল

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাণ্ডুয়া ঃ হুগলির পাণ্ডুয়ায় দুটি টোটো ইউনিয়নের মধ্যে ঝামেলা। আর তার জেরে বন্ধ হয়ে গেল সব টোটো। পাণ্ডুয়া ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস অসংগঠিত শ্রমিক ইউনিয়ন ও পাণ্ডুয়া ব্লক টোটো, রিক্সা শ্রমিক ওয়েলফেয়ার সমিতির মধ্যে বাইরে থেকে টোটো নিয়ে এসে চালানোর প্রতিবাদে অশান্তি বাধে। আর তার জেরে প্রায় ঘন্টাখানেক জিটি রোড অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দুই পক্ষেরই অভিযোগ বাইরে থেকে টোটো নিয়ে এসে পাণ্ডুয়ার রাস্তায় নামানো হচ্ছে। আর তার জন্যই যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। পরে পাণ্ডুয়া থানার পুলিশ আলোচনায় বসার আশ্বাস দিলে জিটি রোড অবরোধ মুক্ত হয়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে
যোগাযোগ ঃ বাসুদেব লজ, কামারপুকুর
ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনষ্টিক
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিট্যাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ভি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R,
M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।